**ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১১ - উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, শনিবার, ১৮ পৌষ ১৪১৭, ০১ জানুয়ারি ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

কূটনীতিকবর্গ,

বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণকারী দেশী-বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দ,

ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা- ডিআইটিএফ ২০১১-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই। নতুন বছর আপনাদের সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি।

আমি আশা করি এ মেলা নতুন প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

সুধিমন্ডলী,

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ডিআইটিএফ তথা আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধরনের আন্তর্জাতিক মেলার নিয়মিত আয়োজন নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন, পণ্যের গুনগতমান উন্নয়ন, বহুমূখীকরণ এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে। নতুন নতুন আমদানিকারক আকৃষ্ট করতে পারলে একদিকে যেমন আমাদের রপ্তানি আয় বাড়বে, তেমনি দেশে শিল্পায়ন তরান্বিত হবে।

আশার কথা, এ মেলা ইতোমধ্যে দেশী-বিদেশী উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ এখন অর্থনৈতিকভাবে একটি সম্ভাবনাময় দেশ। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের যে দুর্নাম ছিল, তা কাটিয়ে উঠে আন্তর্জাতিকভাবে আমরা এ স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছি।

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা যখন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। বিপুল খাদ্য ঘাটতি আর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে মানুষ ছিল দিশেহারা। মূল্যস্ফীতি ছিল আকাশচুম্বী। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ আর কর্মসংস্থানের অবস্থা ছিল খুবই হতাশাব্যাঞ্জক।

২০০১ সালে যখন আমরা দায়িত্ব ছেড়ে দেই, তখন দেশ ছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মূল্যস্ফীতি ছিল ১.৫৯ শতাংশ। আমরা মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে ৫ বছরের মধ্যে প্রবৃদ্ধি ৬ ভাগ করতে সক্ষম হই। আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি করে ৪৩০০ মেগাওয়াট রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু এবার ক্ষমতায় এসে পেলাম ৩৩০০ মেগাওয়াট। বিগত সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন না বাড়িয়ে বরং ১০০০ মেগাওয়াট কমিয়েছে। আমরা তখন বিদ্যুৎ খাতে প্রাইভেট সেক্টরকে উন্মুক্ত করে দেই। জেনারেটর-এর উপর ট্যাক্স তুলে দেই। স্বাক্ষরতার হার আমরা ৬৫.৫ ভাগ রেখে গিয়েছিলাম। এবার ক্ষমতায় এসে পেলাম ৫০ ভাগ। আমরা মোবাইল খাতকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম। কম্পিউটারের উপর ট্যাক্স উঠিয়ে দিয়েছিলাম। ২০০১ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সকল সূচক ছিল সন্তোষজনক ও উর্ধ্বমূখী।

 ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ভোট কারচুপির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। পাঁচ বছরের অপশাসন আর দুর্নীতির ফলে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেমে আসে বিপর্যয়। অগণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরে দেশে কোন উন্নয়ন কাজ হয়নি।

জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে ২০০৯ সালে আমরা যখন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন প্রতিটি ক্ষেত্রে আবার আমরা নাজুক অবস্থা পাই। মূল্যস্ফীতি ছিল প্রায় ১১ শতাংশ। বিদ্যুৎ ঘাটতি প্রায় আড়াই হাজার মেগাওয়াট। দেশে ছিল বিপুল খাদ্য ঘাটতি।

এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে বিগত দুই বছর ধরে আমরা নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছি। বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও আমরা সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছি এবং নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছি। গত অর্থবছর জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬ শতাংশ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন রেকর্ড ১০ বিলিয়ন ডলার। মাথাপিছু আয় ৭৫০ ইউএস ডলার।

দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না বাড়লে বাজার সম্প্রসারিত হবে না। এ প্রচেষ্টায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা দরিদ্র মানুষের জন্য কাজ করি। ১৯৯৮ সালে সরকারে থাকাকালে বন্যার পরে বর্গাচাষীদের কৃষি ঋণ দেই। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে সারের দাম হ্রাসসহ আমাদের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে। রেকর্ড তিন কোটি ২৩ লাখ টন চাল উৎপাদিত হয়েছে। আমন উৎপাদনও খুব ভাল হয়েছে। কৃষকের ঘরে ঘরে এখন নতুন ধান।

১ কোটি ৮২ লাখ কৃষককে কৃষি কার্ড দেওয়া হয়েছে। মাত্র ১০ টাকায় একজন কৃষক ব্যাংক হিসাব খুলতে পারছে। ভর্তুকি এবং অনুদানের টাকা এখন সরাসরি চাষীভাইদের ব্যাংক একাউন্টে জমা হচ্ছে। আমরা এ বছর কৃষকদের মধ্যে ১২ হাজার কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণ করছি।

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে অতিদ্রুত, স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে ১০২১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যোগ হয়েছে। ৩০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলছে। আরও ১০টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কার্যাদেশ দেওয়ার প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত। এ বছর আরও ২ হাজার ৩৬১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে, ইনশাআল্লাহ। নতুন নতুন শিল্প-কল-কারখানায় বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব হবে। তাছাড়া, ফারনেসড্ অয়েল-এর উপর থেকে ট্যাক্স তুলে দিয়েছি যাতে শিল্প মালিকদের কল-কারখানা চালাতে সমস্যা না হয়।

বিএনপি-জামাত জোট সরকার ৫ বছরে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারেনি। শুধু তা নয়, আমরা যে সব বিদ্যুৎ প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছিলাম, সেগুলোও বাতিল করে দেয়। আমরা বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবেলায় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল, ভূটান, মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

রাজধানীর যানজট নিরসনে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। কুড়িলে একটি ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ঢাকা বাইপাস সড়ক চালু করা হয়েছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে চার লেইনে উন্নীত করার কাজ শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা ৬ লেনে উন্নীত করব। নৌ-পথের উন্নতি করা হয়েছে। জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়কসহ আরও কয়েকটি সড়ক চার লেইনে উন্নীত করার কাজও হাতে নেওয়া হচ্ছে। পদ্মা সেতুর মূল নির্মাণ কাজ আগামী মার্চে শুরু হবে, ইনশাআল্লাহ।

সুধিমন্ডলী,

রপ্তানির বৃদ্ধির জন্য প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে গুণগত ও পরিমাণগত প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে। নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন করতে হবে। বিশ্ব বাজারে চাহিদার দিকে সার্বক্ষণিক নজর রাখতে হবে। নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। হাই-ভ্যালু পণ্যের দিকে নজর দিতে হবে।

বিদেশে রপ্তানি বাড়াতে এবং বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য আমরা কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করেছি।

 ইতোমধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন জিএসপি সুবিধা সহজতর করেছে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে হিসেবে আমরা যাতে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্তভাবে রপ্তানি সুবিধা পাই সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ সম্ভাবনাময় দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা চলছে। রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য সরকার দূতাবাসগুলোকে সক্রিয় করেছে।

সম্মানিত ব্যবসায়ীবৃন্দ,

সরকার ব্যবসা করবে না। ব্যবসা করবেন আপনারা। সরকার শুধু সহযোগিতা দিবে। কোন প্রতিবন্ধকতা থাকলে আমরা তা দূর করব। আপনাদের যে কোন ভাল উদ্যোগের প্রতি আমি সমর্থন দিব। আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আপনারা আমার শ্রমিকদের দিকে দৃষ্টি দিবেন। তারা পরিশ্রম করে শরীরের ঘাম ঝরিয়ে আপনাদের সম্পদশালী করে। তারা যাতে দু'মুঠো খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি রাখার অনুরোধ করছি।

চলতি অর্থ বছরে ১ হাজার ৮৫০ কোটি মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ মাসে ৮২৮ কোটি ডলার আয় হয়েছে। যা গত বছরের চেয়ে ৩৬ শতাংশ বেশি।

বিনিয়োগ বাড়াতে ব্যাংক ঋণের সুদের হার আগেকার ১৬/১৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২/১৩ শতাংশ করা হয়েছে। বিশ্বমন্দার প্রভাব মোকাবিলায় রপ্তানিমুখী খাতগুলোর জন্য প্রথম প্যাকেজের আওতায় ৩ হাজার ৪২৪ কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্যাকেজের আওতায় ২ হাজার  কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে।

অবকাঠামো উন্নয়ন তরান্বিত করতে আমরা Public-Private Partnership (PPP) কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে একটি Guideline তৈরি হয়েছে।

আমরা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুসংহত করতে চাই। একইসাথে রপ্তানি, বিনিয়োগ ও বিশ্ব বাণিজ্যে আমাদের অবদান বাড়াতে আমাদের সরকার সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

আমি আশা করি বর্তমান রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ৩০টি অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশের মধ্যে স্থান করে নিতে পারবে।

সুধিমন্ডলী,

গার্মেন্টস রপ্তানিতে বাংলাদেশ তৃতীয় স্থান দখল করেছে। এটা আমাদের জন্য আনন্দের খবর। আমি এজন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাই। আমরা শিল্পাঞ্চলের জন্য বিশেস পুলিশের ব্যবস্থা করেছি। অগ্নিনির্বাপণের জন্য আমাদের ভাল ব্যবস্থা ছিল না। দুর্যোগ মোকাবেলায় ইতোমধ্যে আমরা আধুনিক যন্ত্রপাতি এনেছি।

ডবি­উটিও বাংলাদেশের মত দেশগুলোর জন্য একাধারে চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ দুই-ই এনে দিয়েছে। আমাদের লক্ষ্য এ চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলা করা। সুযোগগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা।  বাণিজ্যের বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে রফতানিকারক এবং সরকারকে নতুন নতুন কৌশল নিয়ে যৌথভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপের প্রথা বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে আমদানি শুল্ক হ্রাসকরণ ডব্লিউটিও'র অন্যতম নীতি।

আমদানি শুল্ক হ্রাস অব্যাহত থাকার ফলে বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য সুবিধাজনক বাজার প্রবেশাধিকার স্কীমের আওতায় প্রাপ্ত সুবিধা দিন দিন সঙ্কুচিত হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদেরকে তীব্র প্রতিযোগিতা মোকাবিলা করার মত সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। এ লক্ষ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পণ্যের মান উন্নয়ন ও আকর্ষণীয় করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

সুধিমন্ডলী,

২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হবে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। দেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে চাই। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে চাই। যেখানে থাকবে প্রতিটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা আর চিকিৎসার মত মৌলিক অধিকার পূরণের নিশ্চয়তা।

সকলের সহযোগিতা পেলে অবশ্যই আমরা এ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।

সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা- ডিআইটিএফ ২০১১ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

......